চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ০৮.১০.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

টাইফয়েড থেকে শিশুদের বাঁচাতে বিনামূল্যে ভ্যাকসিন নিন: মেয়র ডা. শাহাদাত

টাইফয়েডের ভয়াবহতা থেকে শিশুদের বাঁচাতে বিনামূল্যে ভ্যাকসিন গ্রহণের আহবান জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। বুধবার (৮ অক্টোবর) দুপুরে চসিক পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে টাইফয়েড টিকাদান কর্মসূচির অ্যাডভোকেসি সভা ও সংবাদ সম্মেলনে মেয়র বলেন, ব্যক্তিগতভাবে কিনে এই ভ্যাকসিন দিতে গেলে চৌদ্দশত টাকা খরচ হয়। কিন্তু আমরা শিশুদের এই ভ্যাকসিন বিনামূল্যে দিচ্ছি। টাইফয়েড প্রতিরোধে সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো টিকা গ্রহণ। তাই নগরের প্রতিটি শিশু যেন বিনামূল্যে এই টিকা গ্রহণ করে, সে বিষয়ে অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে। আমরা চাই, চট্টগ্রাম নগরী হোক টাইফয়েডমুক্ত নিরাপদ নগরী। সংবাদ সম্মেলনে চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন জানান, সরকারের ইপিআই কর্মসূচির আওতায় দেশব্যাপী রোববার (১২ অক্টোবর) টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন শুরু হবে।. স্কুল পর্যায়ে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত এবং কমিউনিটি পর্যায়ে ১-১৩ নভেম্বর টাইফয়েডের টিকা দেওয়া হবে। নগরের ১ হাজার ৫৪৬টি স্কুল ও ৭৮৩টি আউটরিচ সাইডে ৮ লাখ ২৯ হাজার ৩০১ শিশুকে টাইফয়েড টিকা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি । এর মধ্যে স্কুল শিক্ষার্থী ৫ লাখ ৩১ হাজার ১৬৭ জন, স্কুল বহির্ভূত শিশু ২ লাখ ৯৬ হাজার ৭৮৪ জন।শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বহির্ভূত কমিউনিটির ৯ মাস (২৭০ দিন) থেকে ১৫ বছরের কম (১৪ বছর ১১ মাস ২৯ দিন) বয়সী সব শিশু এবং প্রাক প্রাথমিক থেকে নবম শ্রেণি/সমমানের সব শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে ১ ডোজ টাইফয়েড প্রতিরোধী টিকা দেওয়া হবে। মেয়র আরো বলেন, ৬ অক্টোবর পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশন করেছে ২ লাখ ৮ হাজার ২৬৭ জন। এর মধ্যে স্কুলের ১ লাখ ৬০ হাজার ১৪৮ জন (৩০ শতাংশ) এবং কমিউনিটি পর্যায়ে ৪৮ হাজার ১১৯ জন (১৬ শতাংশ)। ১৭ ডিজিটের জন্ম নিবন্ধন সনদের তথ্য দিয়ে vaxepi অ্যাপে নিবন্ধন চলছে। সংবাদ সম্মেলনে চসিকের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ আশরাফুল আমিনের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) ডা. সেখ ফজলে রাব্বি, সিভিল সার্জন ডা. জাহাঙ্গীর আলম, চসিকের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. মো. ইমাম হোসেন রানা, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা কিসিঞ্জার চাকমা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কো-অর্ডিনেটর ডা. ইমন প্রু মারমা, ডা. সরোয়ার আলম, ডা. হোসনে আরা. ডা. তপন কুমার চক্রবর্তীসহ স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ।

এপিক হেলথ কেয়ারের ১০ বছর পূর্তি উদযাপন:
নির্ভুল রোগ নির্ণয়ে ভূমিকা রাখছে এপিক: চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, " স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্যোগ প্রশংসনীয়। নির্ভুল রোগ নির্ণয়ে ভূমিকা রাখছে এপিক।"তিনি আরও বলেন, "এপিক হেলথ কেয়ার তাদের এক দশকের যাত্রায় যে আস্থা ও সেবার বন্ধন গড়ে তুলেছে, তা ভবিষ্যতে আরও সম্প্রসারিত হবে। সেবা, মানবতা ও দায়িত্ববোধের সমন্বয়ে গড়ে উঠুক একটি সুস্থ সমাজ।"মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন সোমবার দুপুরে এপিক হেলথ কেয়ারের ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত আনন্দ র‍্যালি ও স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এপিক হেলথ কেয়ারের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার এস. এম. লোকমান কবির। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ডা. হামিদ হোছাইন আজাদ। এসময় উপস্থিত ছিলেন এপিক হেলথ কেয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার এস. এম. আবু সুফিয়ান, পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার মো. আনোয়ার হোসেন, টি. এম. হান্নান, মো. জসীম উদ্দিন, তহমিনা মরিয়ম, তানজিনা কবির, ডা. সোমেন পালিত, সাজ্জাদ বিন আনাম, সুমন রঞ্জন ভৌমিক, আমিরুল ইসলাম প্রমুখ।উদ্বোধনী পর্ব শেষে র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন অতিথিরা এবং পরবর্তীতে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। মেয়র বলেন, "মানবতার সেবায় রক্তদানের মতো মহৎ কাজ সমাজে ইতিবাচক বার্তা ছড়িয়ে দেয়। স্বাস্থ্যসেবায় এপিক হেলথ কেয়ারের অবদান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে আমি আশা করি।"

শিল্পকলা একাডেমিতে এশিয়ান গ্রীণ এ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে ডা. শাহাদাত হোসেন
পরিবেশ রক্ষায় সবার অংশগ্রহণ প্রয়োজন

পরিবেশ সংরক্ষণ, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সমাজে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টিতে এশিয়ান নারী ও শিশু অধিকার ফাউন্ডেশন আয়োজিত 'এশিয়ান গ্রীণ এ্যাওয়ার্ড ২০২৫' মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পরিবেশ রক্ষায় অবদান রাখা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।মেয়র প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, আমাদের লক্ষ্য একটি ক্লিন, গ্রিন, হেলদি ও সেফটি সিটি গড়ে তোলা। আমরা ইতোমধ্যে 'দশ লাখ চারা গাছ লাগানো কর্মসূচি' হাতে নিয়েছি এবং ৪১টি ওয়ার্ডে সৌন্দর্যবর্ধনের পাশাপাশি বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম চলছে। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও এনজিওদেরও এ কাজে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। গাছ আমাদের পরম বন্ধু। গাছ যেমন আমাদের থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে অক্সিজেন দেয়, তেমনি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও গাছ রোপণ একটি সদকায়ে জারিয়া। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, তৃণলতা ও বৃক্ষাদি আল্লাহর সেজদায় অবনত থাকে।মেয়র আরো বলেন, অনেক দেশে অনুমতি ছাড়া গাছ কাটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ, আমাদের দেশেও এ বিষয়ে কঠোর আইন প্রয়োজন। নির্বিচারে গাছ ও পাহাড় কেটে ফেলার ফলে প্রকৃতি আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে, অতিবৃষ্টি, পাহাড়ধস ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ তারই ফল। তাই পরিবেশবান্ধব নগর গঠনে নো প্লাস্টিক নো পলিথিন নীতি অনুসরণ করতে হবে এবং ময়লা আবর্জনাগুলো ওয়েস্ট টু এনার্জি প্রযুক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ, বায়োগ্যাস বা সার উৎপাদন ব্যবস্থা অপরিহার্য। আমরা কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, নেদারল্যান্ডসসহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছি, যাতে ময়লাকে সম্পদে পরিণত করা যায়। নারী ও শিশু অধিকারের প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, আমাদের সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে হবে। আমি প্রস্তাব করেছি, বর্তমান ৩০০ আসনের সঙ্গে অতিরিক্ত ১০০ আসন যোগ করে সেগুলোতে নারীরা সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে।তিনি জানান, আগামী ১২ অক্টোবর থেকে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে ৯ মাস থেকে ১৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্য বিনামূল্যে টাইফয়েড ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। পাশাপাশি এইচপিভি ভ্যাকসিন মেয়ে শিশুদের জন্য এবং রেবিস ভ্যাকসিন বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। ব্রেস্ট ক্যান্সার সচেতনতা বিষয়ে মেয়র বলেন, অক্টোবর মাসকে "ব্রেস্ট ক্যানসার সচেতনতা মাস" হিসেবে পালন করা হচ্ছে। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন এলাকা আমরা 'পিংক সিটি' হিসেবে সাজিয়েছি, যাতে সবাই সচেতন হয়। বিভিন্ন হাসপাতাল বিনামূল্যে পরামর্শ ও ৫০% ছাড়ে পরীক্ষার সুযোগ দিচ্ছে। এমনকি সিটি কর্পোরেশনের সুপারিশে কিছু রোগীকে বিনামূল্যে সার্জারিও দেওয়া হচ্ছে। শেষে তিনি বলেন, আমরা সবাই মিলে চট্টগ্রামকে একটি ক্লিন, গ্রিন, হেলদি ও সেফটি সিটি গড়ে তুলব, এটাই আমাদের অঙ্গীকার। পরিশেষে চট্টগ্রাম সহ বিভিন্ন জেলা থেকে পরিবেশ নিয়ে কাজ করা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এ্যাওয়ার্ড তুলে দেন ডা. শাহাদাত হোসেন সহ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের চেয়ারম্যান লায়ন এম জাফর উল্লাহ। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও মহাসচিব মোহাম্মদ আলী। এতে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক সাবরিন সুলতানা, বিশিষ্ট সমাজ সেবক ও রাজনীতিবিদ এস কে খোদা তোতন, হাজী মো. হানিফ সওদাগর, মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী, মাই টিভি চট্টগ্রাম ব্যুরো প্রধান নুরুল কবির, সংগঠনের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান রোটারিয়ান এস এম আজিজ, ভাইস চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার আরফান চৌধুরী আপেল, এডভোকেট বরকত উল্লাহ খান, ফ্রেশ এন্ড সেইফের চেয়ারম্যান আরএসএম নিজাম উদ্দিন, এন নাহার এগ্রোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কামরুল হুদা খান, আমাদের আলোকিত সমাজের চেয়ারম্যান মো. কামরুল ইসলাম, এটিএন বাংলার স্টাফ রিপোর্টার আবুল হাসনাত, সাংবাদিক মুনীর চৌধুরী, আনসারুল ইসলাম। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের যুগ্ম মহাসচিব ও অনুষ্ঠান পরিচালনা কমিটির আহবায়ক উৎপল কুমার দাশ, সাংগঠনিক সম্পাদক ও অনুষ্ঠান পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব মো. ফয়জুল আলম প্রিন্স, মো. ফরিদ গাজী, আব্দুল লতিফ আহমেদ, নুর মুহাম্মদ চৌধুরী প্রমূখ।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮